R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ.
৩২ শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই পৌষ বুধবার, ১৩৯২ সাল
১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲টাকা

ফরাক্কা প্রকল্পের কর্মীদের ভাগ্য বিপর্যয় কি আসন্ন?

ফরাক্কা : ফরাক্কা প্রকল্পের কর্মীদের চোখে মুখে বর্তমানে ফুটে উঠেছে ছাঁটাইয়ের আতংক ছাপ। যদিও কর্তৃপক্ষ মহল থেকে কোন ছাঁটাই নোটিশ এখনোও দেওয়া হয়নি। ঘোষণা করা হয়নি কোন উদ্বৃত্ত তালিকা। তবুও কর্মীরা সন্দেহ করছেন খুব শীঘ্রই ছাঁটাই আরম্ভ হবে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ঘোষণা করে। কর্মচারী ইউনিয়নগুলির আন্দোলন তৎপরতাই প্রমাণ দিচ্ছে তাঁরা ছাঁটাই এর ভীতিতে ভুগছেন। ঘন ঘন ডেপুটেশন, মিটিং, সমাবেশ সব কিছুই হচ্ছে একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি খোলাখুলি এই সন্দেহের কথা বিভিন্ন সমাবেশে ব্যক্তও করেছেন। যদিও প্রকল্পের কাজ একদিন না একদিন শেষ হবে এবং তখন মেনটেনেন্স ষ্টাফ ছাড়া অন্য অনেকেই উদ্বৃত্ত হবেন। কিন্তু তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে, সরকার আজও তা ঘোষণা করেননি। উপরন্তু শোনা যাচ্ছে, ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ নয়া দিল্লির কাছে অভিযোগ করেছেন, কাজ যাতে শেষ না হয় তার উদ্দেশ্যেই নাকি কর্মচারীরা 'ধীরে চল' নীতিতে কাজ করছেন এবং সে কারণেই প্রকল্পের কাজ শেষ হতে এত বিলম্ব হচ্ছে। কর্মচারী তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, সমস্ত কর্মীর নিষ্ঠা, একাগ্রতার ফলে প্রকল্পের এই সাফল্য। তাঁদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ এনে কর্তৃপক্ষ মহল তাঁদের বিকল্প চাকরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন, কিছু দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার অসৎ কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে যোগসাজসে প্রকল্পের কাজ দীর্ঘায়িত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন।

অপর এক সূত্রের খবরে প্রকাশ ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কর্মচারীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারী খুব শীঘ্র উদ্বৃত্ত ঘোষিত হচ্ছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবসান হতে চলেছে। আই, এন, টি, ইউ, সির শ্রমিকনেতা কমলেশ কুণ্ডুর কাছ থেকে জানা যায়, সেচ দপ্তর ১৫০০ জনের এক উদ্বৃত্ত তালিকা নাকি ফরাক্কা কর্তৃপক্ষ দপ্তরে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর এক চিঠি অনুযায়ী তাঁরা জানতে পেরেছেন ঐ সংখ্যা হবে ৬০০ জন। শ্রীকুণ্ডু সেচ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানাবার জন্য একটি চিঠিও দিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ট্রেড (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দামস বিলে মাছ লুঠ অবাধে চলছে—কর্তারা নীরব দর্শক !

সাগরদীঘি : এই ব্লকের 'দামস বিল' একটি বিশাল মাছের জলা। উত্তর পূর্ব প্রান্তের ভগবানগোলা, লালগোলা ও সাগরদীঘি থানা বরাবর এই বিরাট মাছের জলাটিকে ঘিরে বেশ কিছুদিন থেকে নানান গোলমাল চলছিল। শেষতক হাই কোর্টের এক নির্দেশে গত ১৯ ডিসেম্বর এই জলকর সরকার খাস দখলে আনেন। সেই নির্দেশ অনুসারেই নূতন ভাবে ইজারা বন্দোবস্ত সাপেক্ষে সাগরদীঘি থানার উপর দামস বিলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। ওখানে একটি পুলিশ ক্যাম্পও বসান হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন ঐ বিল থেকে প্রচুর মাছ ধরে পাচার করা হচ্ছে। এতে সরকারের প্রচুর টাকার ক্ষতি হচ্ছে। আশে পাশের বহু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি লিখিতভাবে জরুরী ভিত্তিতে দামস বিল ইজারা দেবার ব্যবস্থা করতে জেলা প্রশাসক ও কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে আবেদন জানান। গ্রামবাসীরা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও যথাশীঘ্র বিল ইজারা দিয়ে সরকারের অর্থ ক্ষতি রোধ করার আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনিক তরফ কোন এক অজ্ঞাত কারণে নীরব। মনিগ্রাম মৎস্যজীবী সোসাইটির অনেক মুখপাত্র অভিযোগ করেন, বন্দোবস্ত দেরী করার মূলে রয়েছে এক ভুঁইফোড় মৎস্যজীবী সোসাইটি। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী লিজ দিতে হলে নিকটতম মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকেই লিজ দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে মনিগ্রাম সোসাইটিই লিজ পাবার একমাত্র হকদার। কিন্তু রাজনৈতিক দাবা খেলায় অকস্মাৎ গজিয়ে উঠে আর একটি ভুইফোর সমবায় প্রতিষ্ঠান। এদেরকে লিজ পাইয়ে দেবার প্রচেষ্টায় নাকি খেল শুরু হয়ে যাওয়ায় এই দেরী হচ্ছে। মনিগ্রাম সোসাইটির আরোও অভিযোগ এই ব্যাপারে কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের কোন কোন ব্যক্তি সক্রিয় অংশ নিয়েছে। এই সুযোগে বেশ কিছু সমাজবিরোধী পুলিশ ক্যাম্পকে অগ্রাহ্য (!) করে মাছ লুঠ করে চলেছে। মহকুমা শাসক ও জেলা শাসক এই লুঠের ঘটনা জানতে পেরে সাগরদীঘি থানাকে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এরাও পৌর নাগরিক !

রঘুনাথগঞ্জ : সংবাদে প্রকাশ গত ২২ ডিসেম্বর ধনপতনগরের জনৈক ব্যক্তি মাঠে পায়খানা করতে গেলে মাঠের মালিক পক্ষের দ্বারা প্রহৃত হয়। এ নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানায় একটি ডায়েরীও করা হয়েছে। ধনপতনগর গ্রামটির বেশীর ভাগ অধিবাসী চাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত। পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ডের এই মহল্লার তিনশ পরিবারের প্রায় কারোরই নিজস্ব পায়খানা নাই। বর্তমানে নদীর ধার ভাঙ্গনের ফলে পায়খানা করা সেখানেও সম্ভব হয় না। ফলে সবাইকেই মাঠে পায়খানা যেতে হয়। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের একজন বলেন—মাঠে পায়খানা করতে গেলে যদি মাঠের মালিক বাধা দেন তাহলে আমরা কোথায় (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'৮৫র নিশি তুমি হ'য়োনা ভোর

বাউল কেঁদে বলে—"নবমী নিশি তুমি হ'য়োনা ভোর" স্মৃতিভারে পড়ে থাকতে চায় মাতৃপ্রেমিক বাউল। বাউলের বাউণ্ডুলে হাওয়া লেগেছে ডাক বিভাগের গায়ে। তাই তার কণ্ঠে বাজে '৮৫র নিশি তুমি হ'য়োনা ভোর। তাদের পুরানো বছরের ঘোর কাটে না। কোন অফিসেই তাই এসে পৌঁছায় নি নূতন বছরের "year type"। চিঠি পত্রের ছাপে র'য়ে গেছে পুরানো বছরের ছাপ। ডাক বিভাগের ভবিষ্যৎ অন্ধকার তাই বোধ হয় কর্তৃপক্ষ পুরানো বছরের বুকে মুখ লুকাতে চান। তবু বছর আসে। নূতন বরষের ঘণ্টা বাজে। শুধু ডাকঘর করুণ কণ্ঠে সকলকে জানায় "স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি। ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

ধুলিয়ান পুরোপুরি সমাজ-বিরোধীদের দখলে

ধুলিয়ান : সংবাদে প্রকাশ ধুলিয়ান গঙ্গা রেল ষ্টেশন সাধারণ মানুষের ভীতির স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিনতাই, মহিলাদের অসম্মান প্রভৃতি ষ্টেশন চত্বর ও যাতায়াতের রাস্তায় এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ধুলিয়ানবাসীদের অভিযোগ, এ বিষয়ে তাঁরা রেল কর্তৃপক্ষ ও রেল পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন বিচার পাননি। তাদের নিঃশব্দ ঔদাসীন্যের জন্যই অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই তাঁরা মনে করেন। এ'দিকে ধুলিয়ানের গঙ্গাতীরও অসামাজিক মানুষের নিরুপদ্রব আস্তানা হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। যে গঙ্গার ধার কিছুদিন পূর্বেও সাধারণের মুক্ত বায়ু সেবনের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই পৌষ বুধবার, ১৩৯২ সাল

কংগ্রেস শতবার্ষিকী

১৯৮৫ বিদায় লগ্নে আমাদিগকে উপহার দান করিল কংগ্রেসের শতবার্ষিকীর বিশাল সমারোহ। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ডের মধ্যে বর্তমানের শাসক কংগ্রেস দল এই মহা সমারোহের কর্মকাণ্ড উদ্‌যাপিত করিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমনে বোম্বাই নগরী উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইল এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু সে যুগের জাতীয় কংগ্রেসের উত্তরাধিকারী হইবার অধিকার বর্তমান শাসক কংগ্রেসের আছে কি? এই প্রশ্ন আজ ঘরে ঘরে সকল ভারতবাসীর। বর্তমান কংগ্রেসের পরিচালক মণ্ডলী তারস্বরে বারবার ঘোষণা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন তাহারাই একমাত্র দল যাহারা দেশের স্বাধীনতা আনিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ ভারত গঠন করিতে পারে তাহারাই। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে ইহা এক বিরাট ঐতিহাসিক অসত্য ঘোষণা। সে যুগে স্বাধীনতাকামী ভারতের মহান নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন পথে চরিতার্থতা খুঁজিয়াছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাঞ্জাবের গদর পার্টি বা বাংলার বিপ্লবপন্থী কাহারোও অবদান তুচ্ছ করিবার নহে। কিন্তু একথা বর্তমান কংগ্রেসের কর্ণধারগণ একবারও উচ্চারণ করেন নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নহে বর্তমান শাসক কংগ্রেসের অধিকাংশ পরিচালকই স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই। তাহারা প্রায় সকলেই স্বাধীনোত্তর যুগের স্বদেশপ্রেমী; যাহারা ক্ষমতাদ্বন্দ্বের মধ্যেই রাজনৈতিক চরিতার্থতার আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। কংগ্রেস দলের সে গৌরবকে যাহারা ম্লান করিয়া গণতান্ত্রিক রীতিবোধকেও বিসর্জন দিয়া হাইকম্যাণ্ড নির্ভরশীল ব্যক্তি অধীনস্থ দলে পরিণত করিয়াছেন, তাহারা কিরূপে অনুধাবন করিবেন সে যুগের গণতান্ত্রিক রীতিবোধে উজ্জীবিত কংগ্রেসের গরিমা। বোম্বাইয়ের অধিবেশনের পূর্ব মুহূর্তে দেখা গেল পুলিশের ক্যারাটে বাহিনী প্রহরা দিয়া ভিতরে লইয়া গেল অমিতাভ বচ্চনকে আর আহত করিয়া সরাইয়া দিল ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দকে। মহিলা লাঞ্ছিত হলেন, বহু এম, পি, ও মন্ত্রী অবহেলিত হলেন, অরুণা আসফ আলির মত দেশ বরেণ্যা নেতৃসহ সাংবাদিকরাও আহত হলেন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবিদের দ্বারা। কংগ্রেস সেবিদের এই ব্যবহার যে এবারই প্রথম তাহা নহে, নাগপুর কংগ্রেসের ন্যক্কারজনক ঘটনা তাহার প্রমাণ দেয়। রাজীব গান্ধীও এই অবস্থা দেখে বলতে বাধ্য হয়েছেন—"যে কংগ্রেস ছিল দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, জনগণের প্রবক্তার সেই কংগ্রেসের একি চেহারা হয়েছে আজ।" অবশ্য তিনি দলের ত্রুটি আড়াল করতে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন—"কংগ্রেসের নীতি ও লক্ষ্য রূপায়িত করতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধারণ কর্মী তৈরী রয়েছেন, কিন্তু তাদিকে দাবিয়ে রেখেছেন ক্ষমতা ও প্রভাবলোভী দালালরা। এরা গণতন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রে রূপায়িত করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" রাজীব গান্ধীর এ বক্তব্য কিন্তু খুবই সঠিক। কেন না এখনও দেশের অগণিত জনসাধারণ কংগ্রেসের মধ্যেই নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখবার আশা রাখে। কিন্তু যে দল একজন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে গড়ে ওঠে সে দলে স্বাধীনচেতা, নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ স্থান পাইতে পারে না। সেই দলে তোষামুদি ও ব্যক্তি পূজারই প্রসার ঘটে এবং ক্ষমতা লোভ গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। রাজীব গান্ধী কি আশা করেন নিজের চতুর্দিকে মোহ জাল বিস্তার করিয়া তিনিও তাঁহার উপদেষ্টারা নেহেরু ও গান্ধী পরিবারের প্রতি যে আনুগত্য সৃষ্টির চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন তারপরও কি তাহার দলে স্বাধীনচেতা আদর্শবান কর্মী গড়িয়া উঠা সম্ভব হইবে। শতবার্ষিকী উৎসবে আমরা কি দেখিতে পাইলাম? দেখিতে পাইলাম রাজীবের কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হইয়াছে নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধীর জয়গান। অনুগামীরাও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বক্তব্য রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারোও বক্তব্যে বাংলার মনীষীগণের চিত্তরঞ্জন বা নেতাজীর মত স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নাম উল্লেখিত হয় নাই। বক্তব্য শুনিয়া মনে হয় কংগ্রেসের জয়যাত্রা পথে তাঁহাদের কোন অবদানই নাই। যাঁহারা স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ, যাঁহারা জনগণ-মন-অধিনায়ক, তাহাদিগের শ্রদ্ধামূল জনমনের ভূমি হইতে উৎখাত করিবার অপচেষ্টা চলিতেছে বলিয়া ভাবিলে অন্যায় হইবে না। প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী যদি সত্য সত্যই চাহেন ভারতের উন্নয়ন, তাহা হইলে ব্যক্তি বা বংশ বিশেষকে প্রাধান্য না দিয়া সকলকে সমমর্য্যাদা দান করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি মনে প্রাণে সকল মহান নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কংগ্রেসের মধ্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীমোহ দূর করে তাহার মধ্যে আদর্শবাদের জোয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে। তবেই কংগ্রেস আবার জনমনে তাহার সঠিক আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

তদন্ত প্রয়োজন

আমরা গত বৎসর (১৯৮৫) মুর্শিদাবাদ জেলায় গোবর্দ্ধনডাঙ্গা দস্তরহাট হাই স্কুলের ছাত্র হিসাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছি। এ বৎসর পুনরায় উক্ত বিদ্যালয় হইতে সি সি ছাত্র হিসাবে ১৯৮৬ সালে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ফরম পূরণ করিয়াছি। আমরা অন্যান্য হাই স্কুলে খোঁজ খবর লইয়া জানিয়াছি সি সি ছাত্রদের রেগুলার হিসাবে কোন বিদ্যালয়েই পরীক্ষা দেওয়া যাইবে না। বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম যে আমাদের সঙ্গেরই পরীক্ষার্থী শ্যামল সরকার (১৯৮৫ সালের রোল সাগরদীঘি নং ৭৮) পরীক্ষায় গত বৎসর অকৃতকার্য হইয়াও এ বৎসর পুনরায় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্তনগর হাই স্কুল হইতে রেগুলার ছাত্র হিসাবে পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করিয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ে তাহার পিতা শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার মহাশয় শিক্ষকতা করেন। গোপনে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে টেষ্ট পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ও খাতা লইয়া গিয়া বাড়ীতে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখা হয় এবং তাহা যথা সময়ে বিদ্যালয়ে জমা দিয়া তাহার পরীক্ষার নম্বর তোলা হয়। উক্ত শ্যামল সরকারের নাম মুর্শিদাবাদ জেলায় গোবর্দ্ধনডাঙ্গা দস্তরহাট হাই স্কুলে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ছিল এবং সে সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্র। কান্তনগর হাই স্কুলে এ বৎসর সে কি ভাবে রেগুলার ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারে? শিক্ষকদের ছেলের জন্য কি পৃথক নিয়ম আছে? আমাদের সবিনয় অনুরোধ, এ বিষয়ে উক্ত দুই বিদ্যালয়ে তদন্ত করিয়া ইহার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।

বিনীত—
রণজিৎ দাস ও অন্যান্যরা
সাগরদীঘি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র

বিনা ব্যয়ে চোখ অপারেশন ক্যাম্প

পাইকর: বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠান আগামী ১৯ থেকে ২৬ জানুয়ারী পাইকর হাই স্কুলে বিনা ব্যয়ে চোখ অপারেশন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছেন। ৫ জানুয়ারী চোখ পরীক্ষা করে রোগী-তালিকা তৈরী হবে ও ১৮ জানুয়ারী তাদিকে ক্যাম্পে ভর্তি করে নেওয়া হবে। অপারেশন করা হবে ১৯ জানুয়ারী। বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ বলাই মিত্র অপারেশন করবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন ডাঃ এ, টি, এম, এম হোসেন ও ডাঃ অমরনাথ দে।

শিশু বিকাশ প্রকল্পের সেমিনার

অরঙ্গাবাদ: গত ২৩ হতে ২৭ ডিসেম্বর সুতী ১নং ব্লকের সুসংহত শিশু বিকাশ ও সেবা প্রকল্পের সেমিনার হয়ে গেল। উৎসবে ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের কর্মীরা অংশ গ্রহণ করেন। শিশু প্রদর্শনী, বিতর্ক ও দৃশ্যগান প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ ও ২৪ শিশু প্রদর্শনীতে অংশ নেন গ্রামের শিশুরা। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মহেশাইল ও ছিলোরার ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিকদ্বয়। ২৬ ডিসেম্বর বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় নির্দিষ্ট হয় "শিশু বিকাশ প্রকল্প মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে না" ২৭ ডিসেম্বর দৃশ্যগান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের জন্য একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। বিষয় ছিল "শিশু বিকাশ প্রকল্প সমাজ অগ্রগতির পরিপূরক কাজ।" উৎসবের প্রথম পর্য্যায় ২৭ ডিসেম্বর শেষ হয়। এর পর আগামী ২১ জানুয়ারী ২য় পর্য্যায়ের উদ্বোধনী দিবসে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

নার্সেস এসোসিয়েশনের জেলা সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ: গত ১৬ ডিসেম্বর বহরমপুর মানসিক হাসপাতালে "ওয়েষ্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের ১০ম দ্বিবার্ষিক জেলা সম্মেলন হয়ে গেল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয় ব্যয়ের হিসাব ও খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। আগামী ২ বৎসরের জন্য বিনয় ভৌমিককে সভাপতি ও রেণুকা চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে নূতন কর্মকর্তা পরিষদ গঠিত হয়।

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad W. B

PIN : 742236

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAYS/ WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I P O payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 6. 1. 86 to 21. 1. 86 from 9-00 hrs to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Aprox. value Completion period (in lakhs)	E. M. D/ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Supply, fabrication and erection of hand-rails at priority areas of unit-I & II of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 868/T-96/85	1·85 4 months	3,700/- 50/-	24. 1. 86 at 11 a. m.
2.	Supply, fabrication and erection of Deaer-ator platfrom of Unit-II of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 869/T-97/85	4·00 3 months	8,000/- 50/-	24. 1. 86 at 2 p. m.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s)
4. N. T. P. C. takes no responsibilities for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
(N. T. P. C.)
P. O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal

কর্মীদের ভাগ্য বিপর্যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা নাকি কর্মচারীদের ছাঁটাই রুখতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং সরকারের কাছে এ ব্যাপারে কতকগুলি নূতন প্রস্তাবও দিয়েছেন। সেগুলি হলে—ফরাক্কা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগকরণের কর্মসূচী রূপায়ণ, ফরাক্কায় গঙ্গা মারফৎ আন্তর্দেশীয় জলপথ নির্মাণের ব্যবস্থাকরণ, বন্দর নির্মাণ, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মসূচী রূপায়ণ এবং ফরাক্কা-নবদ্বীপ নদীর গভীরতা বাড়ানোর জন্য নদীতে ড্রেজিং এর ব্যবস্থা প্রভৃতি। ট্রেড ইউনিয়নগুলি অবশ্য আশংকা করেন, সরকার তার শ্রমিক-কর্মচারী সংকোচন নীতি কার্য্যকরী করার জন্যই কোন নরম মনোভাব গ্রহণ করবেন না এবং প্রকল্প শেষ হয়ে গেছে এই অজুহাতে শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে শ্রমিক আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে ঠিক এই মুহূর্তে এক সরকারী সার্কুলারে ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদিকে পেনসন্ পাওয়ার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সমাজবিরোধীদের দখলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঠাঁই ছিল, সেই গঙ্গার ধারে এখন স্ত্রী কিংবা বালক তো দূরের কথা শক্তিমান পুরুষের কাছেও ভীতিকর। তার উপর গঙ্গাতীরে গজিয়ে উঠা বারবণিতাদের বস্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে দিন দিন। ঐ বস্তির ঘরগুলি মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশার সামগ্রী ও বাংলাদেশের চোরাই মালের গোপন ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। বৈধ নেশার দোকান তো আছেই, তদুপরি লাইসেন্স বিহীন ঘেরা টোপের গোপন অড্ডারও অভাব নেই এ তল্লাটে। ফলে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে না উঠতে খিস্তি খেউড়, অশ্লীল কথাবর্ত্তায়, ঝগড়া মারামারি গণ্ডগোলে এ অঞ্চল হয়ে উঠে সরগরম। ছিনতাই, রাহাজানিও মাঝে মাঝে ঘটে। ফলে শহরবাসী বেড়াবার ঠাঁই পান না। তাঁদের অভিযোগ, সরকারী প্রশাসন ঠিক মত ব্যবস্থা নিতে চান না। না হলে প্রকাশ্যে মদ বিক্রী ও জুয়া খেলা বন্ধ করা কঠিন হতো না। ধুলিয়ান এমনিতেই জনবহুল ঘিঞ্জি শহর, তার উপর যদি একমাত্র মুক্ত বাতাস বা নদীর তীরটিরও ঐ অবস্থা হয় তবে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়। এ প্রশ্ন আজ ধুলিয়ানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি অধিবাসীর মনে।

এরাও পৌর নাগরিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যাব। সরকারী অর্থ সাহায্যে পৌরসভা বস্তি উন্নয়নে সব ওয়ার্ডেই নূতন পায়খানা তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন। কোথাও কোথাও সকলের জন্য কমন পায়খানাও করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অবহেলিত শুধু আমরাই। আমাদের কমিশনারও কিছু করলেন না! আমরা কি পৌরসভার নাগরিক নই, ট্যাক্স কি আমরা দিই না। আমরা বিদ্যুতের আলো পাবো না, চলার পথ পাবো না, পাম্পের জল পাবো না, এমন কি নিশ্চিন্তে পায়খানা করার জন্য ঠাঁইও পাবো না। কিন্তু ট্যাক্স গুণে যাবো, এ কেমন ব্যবস্থা?

কর্ত্তারা নারব দর্শক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আদেশ দেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, থানা যদি ঠিক মত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হতো তবে মাছ লুঠ হতো না। গ্রামবাসী সূত্রে প্রকাশ, ক্যাম্প পুলিশের কাছ থেকে তলব পেয়েও সাগরদীঘি থানা কোন ফোর্স পাঠানোর ব্যবস্থা করেনি দুষ্কৃতকারীরা এতই প্রভাবশালী যে থানা কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন। জেলা প্রশাসনের ইজারা বন্দোবস্তে টেণ্ডারিরও কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারাণ্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিস্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

হারাইয়াছে

গত ২৪ ডিসেম্বর আমি নেসার-২ বাসে বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ হইতে আমার মির্জাপুর বাড়ী আসিবারকালে আমার পকেটে রক্ষিত জমি-জায়গার পর্চাদিসহ বিভিন্ন সালের ফাঁকা ডেমি ও ষ্ট্যাম্পে আমার সহিযুক্ত কাগজাদি খোয়া গিয়াছে। কোন ভদ্রলোক পাইয়া থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরৎ দিলে চির উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব।

জয়দেব ভট্টাচার্য্য, মির্জাপুর

বাস্তু জমি বিক্রী

মিঞাপুরের পাশে বাণীপুরে জনবসতির মধ্যে রাস্তার ধ'রে নতুন বসতিগড়ার জন্য ৩০ কাঠা জমি বিক্রী করা হচ্ছে। যোগাযোগ—জেরক্স ঘর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকাধীন শ্রীকান্তবাটী মৌজাভুক্ত ৪৫৫নং খতিয়ান অন্তর্গত ৪৭৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৯৬৭ ও ৯৪৮ দাগ সম্পত্তির বৈধ মালিক অধুনামৃত রাধাগোবিন্দ রায় ও যশোদানন্দন রায় স্থলে শ্রীকান্তবাটীর জনৈক জগন্নাথ ঘোষ মালিকপক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ও বিনা নোটিশে জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে আনীত ২০১।৮৩নং স্বত্ব মকদ্দমায় স্বীয় মালিকানা দাবীতে ডিক্রিলাভ করতঃ ডিক্রিমূলে ঐ সকল সম্পত্তি বিক্রয়ে তৎপর হইয়াছে। এদিকে ঐরূপ ডিক্রি বিষয়ে জানিতে পারিয়া মালিকপক্ষের ওয়ারিশগণ একই আদালতে উক্ত ডিক্রির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া ১০।৭৮৪নং স্বত্ব মকদ্দমা রুজু করায় ঐ সব সম্পত্তি উক্ত মামলার সামিল হইয়া বর্ত্তমানে আদালতের বিচারাধীন। বিধায় ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের জ্ঞাতার্থে ও সতর্কীকরণ নিমিত্ত এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল।

নৃপেন্দ্রনাথ রায়, ২৯-১২-৮৪

ফোন : ১১৫
কলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মির্জাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুরদোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সাহা ক্যাটারার
(বিয়ে বাড়ী ও ক্যাটারিং)
এ শহরে সর্বপ্রথম বিবাহ ও আপনার যাবতীয় অনুষ্ঠানে শহরের উপকণ্ঠে বাড়ী ও ক্যাটারিং এর সুব্যবস্থা করা হয়েছে।
(অল্প খরচে রুচিসম্মত খাদ্য ও বাড়ী ভাড়ার সুযোগ নিন।)
যোগাযোগ স্থান : শ্রীহরিপ্রসাদ সাহা, ম্যাকেঞ্জি মাঠের সম্মুখে ও পণ্ডিত ষ্টেশনার্স, রঘুনাথগঞ্জ।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।